দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 FEB 198..
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22

চৌদ্দগ্রাম কলেজ প্রতিনিধিদলের সমাবেশে এরশাদ

ছাত্ররা দলীয় রাজনীতি করুক কেউ চায় না

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গতকাল বলেন, সামগ্রিকভাবে সরকার ও জনগণ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্রদের জড়িত দেখতে চান না। ছাত্রদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করা হবে এটাও কাম্য নয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, রাজনীতি সম্পর্কে সকল নাগরিকের ধারণা থাকুক এটা কাম্য হতে পারে, কিন্তু ছাত্র জীবন সক্রিয় রাজনীতি করার সময় নয়। ছাত্র জীবনে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়লে তা তাদের ভবিষ্যৎ কেরিয়ার নষ্ট করবে এবং তাদের অভিভাবক ও দেশকে হতাশ করবে।

বাসস্ এ খবরে বলা হয়, গতকাল চৌদ্দগ্রাম কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিভাবকরা এসেছিলেন গত ১৭ই নবেম্বরে ছাত্রদের অশোভন আচরণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে ও ক্ষমার অনুরোধ করার জন্যে। প্রেসিডেন্ট তাদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে একথা বলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৭ই নবেম্বর চৌদ্দগ্রাম কলেজের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 FEB 1987
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

রাজনীতি করুক কেউ চায় না

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্ররা তাদের কলেজটিকে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করার দাবীতে হরতাল করে। হরতাল পালনে তারা একটি বাস ও সরকারী সম্পদ বিনষ্ট করে এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দিয়ে চলাচলকারী যাত্রীদের নাজেহাল করে।

এ ঘটনার পর সরকার চৌদ্দগ্রাম কলেজের সরকারী অনুদান স্থগিত করেন এবং কলেজটি বন্ধ করে দেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চৌদ্দগ্রাম কলেজের ছাত্র শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিভাবকদের সাক্ষাতের সময় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

চৌদ্দগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ বাবু বীরেন্দ্র কিশোর দাস, এয়াকুব আলী নামে একজন ছাত্র ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলা চেয়ারম্যান আলী আহমদ ছাত্রদের পক্ষে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্রদের ও ছাত্র সংগঠনগুলোর লক্ষ্য হওয়া উচিত যথাক্রমে জ্ঞানান্বেষণ ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা। তাদের শিক্ষার মান উন্নয়নে মনোযোগী হতে হবে প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাধা বিঘ্নহীন ও অব্যাহতভাবে জ্ঞানান্বেষণের উপযোগী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখা ও শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্যে সম্প্রতি জাতীয় সংসদে যে সর্বসম্মত প্রস্তাব নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা ভালো শিক্ষা পাবে কি পাবে না সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে জাতি ঐক্যমতে পৌঁছুতে পারায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সংসদে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নেয়া প্রস্তাব বাস্তবায়নে সকল সচেতন মহলের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থনে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নেবেন।

শনিবার চট্টগ্রামে দুজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন ক্যাম্পাসে বিশৃংখলা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস কেবল তাঁকেই উদ্বিগ্ন করেনি গোটা জাতিকে উদ্বিগ্ন করেছে।

তিনি বলেন চট্টগ্রামের এই ঘটনার মতো দুঃজনক ঘটনার পরবর্তীতে যা হবে তা হচ্ছেঃ শোক মিছিল হবে। রাজনৈতিক আস্ফালন ও বিবৃতি শুরু হবে কিন্তু প্রিয়জন হারানোর জন্যে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর যে ক্ষতি হলো তা আর কোনোদিনই পূরণ হবে না। যারা নিহত হলো তাদের কথাও বেশিদিন কেউ স্মরণ করবেন। কিন্তু, ঘটনায় লাভবান হবে সেইসব রাজনীতিকরা যারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন এসব ব্যক্তি ছাত্রদের জীবনের বিনিময়ে তাদের ভবিষ্যত গড়ছে।